দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কার্যাদেশে বিলম্ব; সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে বই না পৌঁছানোর আশঙ্কা

❑ টেকস্ট বুক বোর্ড বলেছে, যথাসময়েই সবকিছু হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ মহলবিশেষের অপতৎপরতার কারণে আগামী বছরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সময়মতো সরবরাহ করার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, গত বছরও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কতিপয় প্রেস মালিকের কারণে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হয়। এছাড়া অপেশাদার একটি প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ ও বিতরণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পাওয়ায় বই বিতরণ অত্যধিক বিলম্ব হয়। এ বছরও এ চক্রটি বৈধভাবে টেন্ডারদাতাদের পাশ কাটিয়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের কাজ নিজেদের হাতে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে আবারও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে সময়মতো বই প্রকাশের ক্ষেত্রে। টেন্ডার দাখিল ও প্রেস পরিদর্শনের কাজ শেষ হওয়ার প্রায় দেড় মাস পরও কার্যাদেশ দেয়া হয়নি। তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকসবুক বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, সময়মতো ছাত্রছাত্রীরা বই পাবে। শিগগিরই নীতিমালা অনুযায়ী কার্যাদেশ দেয়া হবে।

জানা গেছে, গত ২০শে আগস্ট ২০০২ সালের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য ১শ ৫০টি প্যাকেজের বিপরীতে পত্র-পত্রিকায় দরপত্র আহ্বান করা হয়। যার বিজ্ঞপ্তি নং ৬৪। ১শ ৫০টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৫টি শ্রেণীর জন্য মোট ৪ কোটি ৭২ লাখ বইয়ের মুদ্রণ, বাঁধাই ও পরিবহন কাজের বিপরীতে এ দরপত্র আহ্বান করা হয়, গত ৬ই সেপ্টেম্বর এ দরপত্র খোলা হয়। ৪শ ৩৫টি প্রেসের প্রায় ৭শটি দরপত্র জমা পড়ে। ১শ ৫০টি প্যাকেজের মধ্যে ১টি প্যাকেজে কোন দরপত্র জমা পড়েনি। সংশ্লিষ্ট মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা বই ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

বই ঃ আশঙ্কা

(১ম পৃষ্ঠার পর) জানান, এ বছর নতুন নিয়মে একটি সিডিউল শুধু ১টি প্যাকেজের বিপরীতে জমা দেয়ার বিধান করা হয় এবং প্রতিটি প্যাকেজ দরপত্রের খামে মোট মূল্যের ২.৫ শতাংশ জামানত হিসেবে জমা দিতে হয়। নতুন নিয়মে ১শ ৫০টি প্যাকেজের জন্য ১শ ৫০ জনই কেবল কার্যাদেশ পাবেন। নতুন নিয়মে গত বছরের তুলনায় মোট মুদ্রণ খরচ প্রায় ৪ কোটি টাকা কমে যায়। এ বছর মুদ্রণ খরচ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭ কোটি টাকা, যা গত বছর ছিল ১১ কোটি টাকা। এ বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে দরপত্র জমা ও খোলা হয়। ফলে ডিসেম্বর মাসের আগেই মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজ শেষ হওয়ার কথা; কিন্তু মহলবিশেষের কারসাজিতে গত দেড় মাসও কার্যাদেশ দেয়া হয়নি। মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা জানান, মাত্র ৩ দিনে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব; কিন্তু অদৃশ্য কারণে কার্যাদেশ দিতে অহেতুক বিলম্ব করা হচ্ছে। অথচ এবারই প্রথম প্রকৃত মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা টেন্ডারের মাধ্যমে কাজ পাচ্ছেন।

মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন, বাংলাদেশ প্রেস মালিক সমিতি নামে একটি সংগঠন গত ১৪ই অক্টোবর একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ৭শ ৫০টি প্রেসকে কাজ দেয়ার দাবি করেছে। তাদের এ দাবি বিভ্রান্তিমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অভিযোগকারীরা জানান, এ প্রেস মালিক সমিতির অনেকেই গত বছর 'পুস্তকা'র সাথে জড়িত ছিলেন। যেকোন মুহূর্তে তদন্ত হলে 'পুস্তকা'র সাথে তাদের সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রেস মালিক সমিতি গত ১৪ই অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলনে জানায়, এ বছর নতুন প্যাকেজ পদ্ধতিতে দেশের প্রায় ৭শ ৫০টি প্রেসকে বাদ দিয়ে মাত্র ১শ ৫০টি প্যাকেজে শতাধিক প্রেসকে দিয়ে মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ করার নতুন পাঁয়তারা এনসিটিবি গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে এ ব্যবসায় নিয়োজিতরা বঞ্চিত হচ্ছে। প্রেস মালিক সিমিতিও এর জন্য এনসিটিবির এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দায়ী করে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকসবুক বোর্ডের চেয়ারম্যান সফিউর রহমান বলেন, এ বছর সময়মতো পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে দেয়া হবে। তিনি জানান, নিয়ম অনুযায়ী টেন্ডার আহ্বান ও খোলা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজও সমাপ্ত হয়েছে। এখন ঊর্ধ্বতন মহলের সাথে আলাপ করে যত দ্রুত সম্ভব কার্যাদেশ দেয়া হবে। প্রেস মালিক সমিতির সাংবাদিক সম্মেলন ও দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ । এখন কেউ কোন দাবি তুললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।